ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার- ১
আগরতলা, ১১ জুলাই,২০২৪

সবুজ ভবিষ্যতের আহ্বানে পুরাতন হাবেলির চতুর্দশ দেবতা বাড়ির প্রাঙ্গণ নতুন সাজে সেজে উঠেছে

।। নীতা সরকার ।।

বছর ঘুরে আবারও শুরু হতে যাচ্ছে খার্চি উৎসব। ৭দিনব্যাপী আয়োজিত ত্রিপুরার এই ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলা ২০২৪ আগামী ১৪ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে। উৎসব ও মেলা সমাপ্ত হবে ২০ জুলাই। এবছর খার্চি উৎসব ও মেলার মূল থিম হচ্ছে 'সবুজই ভবিষ্যৎ'। খার্চি উৎসবে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে মেলা কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হবে। এছাড়াও সবুজ বন সৃষ্টি ও পরিবেশ সুরক্ষায় সবুজ বন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। খার্চি উৎসব ত্রিপুরার এক ঐতিহ্য। মিশ্র সংস্কৃতি ও সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনের অনন্য উদাহরণ। গত একমাস পূর্ব থেকেই পুরান হাবেলির চতুর্দশ দেবতাবাড়ির প্রাঙ্গণ জুড়ে চলছে এই খার্চি উৎসব ও মেলার প্রস্তুতি পর্ব। এই প্রস্তুতি পর্ব এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। পুরাতন হাবেলির চতুর্দশ দেবতা বাড়ির প্রাঙ্গণ নতুন সাজে সেজে উঠেছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কূল দেবতা চতুর্দশ দেবতার বাৎসরিক পূজাকে কেন্দ্র করেই এই খার্চি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অনন্য মেলবন্ধনের এই খার্চি উৎসব মূলত ধর্মীয় উৎসব হলেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মিলন মেলায় পরিণত হয়। রাজ্য ও বহির্রাজ্যের অগণিত দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীরা এই আনন্দময় মহামিলনের উৎসবকে উপভোগ করতে পুরাতন হাবেলির প্রান্তরে এসে মিলিত হন। জনসমাবেশে ৭দিন ধরে চতুর্দশ দেবতা মন্দির হয়ে উঠে মুখরিত। শুধু তাই নয়, এই উৎসব মুখরিত হাবেলি ৭দিনব্যাপী ছোট বড় ব্যবসায়ীদের জন্য হয়ে উঠে এক বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এবছর মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতি বছরের মতোই প্রায় ৮০০টি স্টল তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির প্রদর্শনীর জন্যও ২৬টি স্টল রাখা হবে। খার্চি উৎসব ও মেলায় প্রতি বছরের মতো এবারও পুরাতন হাবেলির কৃষ্ণমালা মঞ্চে ও মুক্তমঞ্চে ৭দিন ধরে চলবে জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং খার্চি মেলা কমিটির উদ্যোগে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

খার্চি উৎসব ও মেলাকে সফল করে তুলতে পুরাতন হাবেলিকে খার্চি উৎসবের জন্য সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চতুর্দশ দেবতা মন্দির, মন্দির প্রাঙ্গণ, যাত্রী বিশ্রামাগার, অতিথি অভ্যর্থনা কক্ষ, মন্দিরের দীঘি, মন্দির এলাকার রাস্তাঘাট, নালা নর্দমা সব কিছুই সংস্কার করা হয়েছে। হাবেলি মিউজিয়াম, শিশু উদ্যান, দুটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। খার্চি উৎসব ও মেলার আয়োজনের প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। সবুজ ভবিষ্যতের আহ্বানে আগামী ১৪-২০ জুলাই চতুর্দশ দেবতা বাড়ি খার্চি উৎসবের দিনগুলিতে পুণ্যার্থীদের আগমন ও মেলায় ক্রেতা বিক্রেতাদের মিলনে মুখরিত হয়ে উঠবে।

*****